গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)
www.moedu.gov.bd

নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২১.১৬-

তারিখঃ ১২ পৌষ ১৪২৩ / ২৬ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব আবুল কালাম আজাদ (৮০৪৭), শিক্ষা পরিদর্শক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক (ইংরেজি), সরকারি নাজিম উদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর) এর বিরুদ্ধে বিশেষ সংস্থা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম ও সরকার বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ৩০/১০/২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিতে তিনি জানান যে, তিনি ০৫/১২/২০০১ তারিখ থেকে ১৭/০৪/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় কর্মরত ছিলেন। ২০০২ সালে তিনি ডিআইএ-তে কর্মরত ছিলেন না। তিনি সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন ০৫/১০/২০১০ তারিখে এবং ০৬/১০/২০১০ তারিখে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে পরিদর্শক পদে যোগদান করে ০৯/১১/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ২৬/০১/২০১৫ তারিখ থেকে ০৪/০৮/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত শিক্ষা পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। সুতরাং, সহযোগী অধ্যাপক হওয়া স্বত্ত্বেও সহকারী অধ্যাপকের পদমর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষা পরিদর্শক পদে ১৬ বছর কর্মরত থাকা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের বক্তব্য যথার্থ নয়। তিনি একজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একজন সরকারী কর্মকর্তা। জঙ্গিবাদ ও ধর্মান্ধতা তিনি ঘৃণা করেন। মে/২০১৩ খ্রিঃ হেফাজত আন্দোলনে প্রচ্ছন্ন সমর্থণ দেওয়া সংক্রান্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তাঁর স্ত্রী বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ থানার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানায় জঙ্গি অর্থায়ন ও মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত একটি মামলা রুজু হয় যার নং- ৬৯, তারিখ- ২৮/১০/২০১৪। ঐ মামলার এজাহার অনুযায়ী অভিযুক্ত সৈয়দ মোঃ সৈয়দুল আলম শাহজাহান মাইজভান্ডারী জানান যে, চেকটি তাঁকে (মাইজভান্ডারীকে) তাঁর বন্ধু শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকার সহকারী পরিচালক জনাব আবুল কালাম আজাদ; মোবাইল নম্বর- ০১৭১১-৯৩৮২৫৯ প্রদান করেছেন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে লিখিত বক্তব্য ও কাগজপত্র দাখিল করেছে;

যেহেতু, তার লিখিত বক্তব্য ও বিশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হলো। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব আবুল কালাম আজাদ একজন সৎ, প্রগতিশীল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী হলেও যারা মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাকে পারিবারিক, সামাজিক এবং কর্মক্ষেত্রে যে বিব্রতকর পরিস্থি এবং হয়রানির শিকার হয়েছে মর্মে জানিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ যথাযথ নয় বিধায় তাকে অভিযোগসমূহ হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব আবুল কালাম আজাদ (৮০৪৭), সহযোগী অধ্যাপক (ইংরেজি), সরকারি নাজিম উদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর এর ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জবানবন্দি এবং বিভাগীয় মামলার সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২০/১২/২০১৬
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব

উপপরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২১.১৬-৯৬২/১(৭)

তারিখঃ ১২ পৌষ ১৪২৩ / ২৬ ডিসেম্বর ২০১৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব আবুল কালাম আজাদ) এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অধ্যক্ষ, সরকারি নাজিম উদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর ।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) ।
৬। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মাদারীপুর।
৭। জনাব আবুল কালাম আজাদ (৮০৪৭), সহযোগী অধ্যাপক (ইংরেজি), সরকারি নাজিম উদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর।

২৬/১২/১৬
(জাকিয়া খানম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬

H:\Office\New folder\(New Office Order).doc